সেমিনার

জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন

১৯ জুন, ২০২২ ■ সিরডাপ মিলনায়তন, তোপখানা রোড, ঢাকা।

www.coastbd.net ● www.equitybd.net

CDP
Coastal Development Partnership

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

CPRD

জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩:
বাজার অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষকতাই কি মূল দর্শন ?

মোট প্রস্তাবিত ব্যয়	৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা
রাজস্ব আয় প্রক্ষেপন	৪,৩৩,০০০ কোটি টাকা
রাজস্ব ব্যয় [আবর্তৃক ব্যয়]	৩,৯৬,২৬৩ কোটি টাকা
নেট রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৩৬,৭৩৭ কোটি টাকা
উন্নয়ন পরিকল্পনা বাজেট	২,৪৬,০৬৬ কোটি টাকা
নেট ঋণ গ্রহন	২,২৪,৪৭২ কোটি টাকা [৯১.২২%]

সূত্র: বিবরণী-০৯, বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২২-২৩

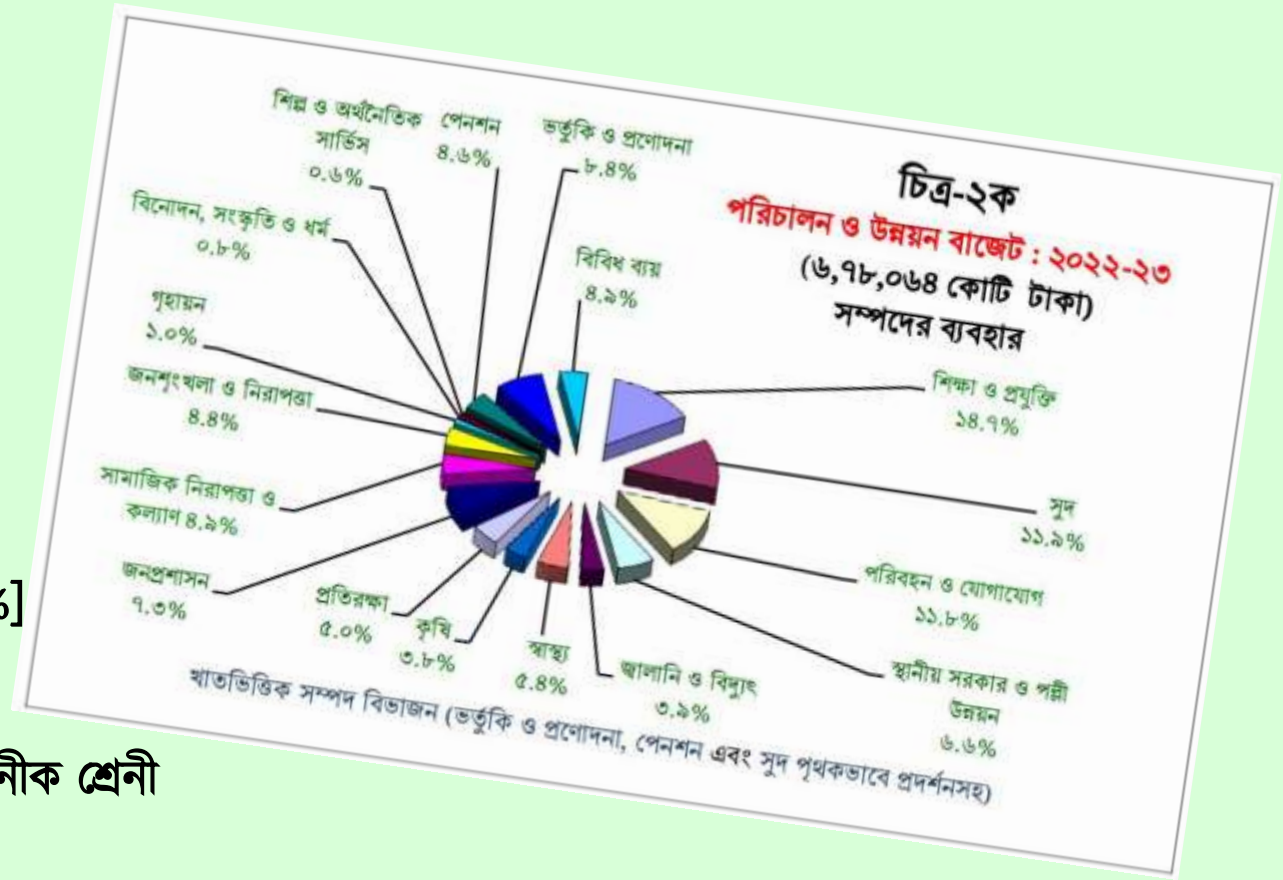

প্রবৃদ্ধি তাড়িত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাথমিক উপকারভোগী হচ্ছে বর্জুয়া/ধনীক শ্রেনী
কিন্তু এর দায়ভার বহন করতে হচ্ছে সাধানর জনগনকেই

বাজার অর্থনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় কোভিড উত্তোরন কতটা সম্ভব ??

কোভিডকালে আমরা যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুক্ষীন হয়েছি

- দারিদ্রতা বৃদ্ধি ২০-৪০%
- ০৫ মিলিয়ন কর্মসংস্থান হারিয়েছে [এডিবি তথ্য]
- মূল্যস্ফীতি ৫.৬%, খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৬.২২% ??
- দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর উপর আরোপিত করের বোঝা ক্রমবর্ধমান
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও অপর্যাপ্ত অর্থায়ন। ফলে জীবনযাত্রা ও খাদ্য নিরাপত্তায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির ঝুকি বৃদ্ধি।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা: সরকারের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তব ভূমিকায় ফারাক

মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ৬,৭৮,০৬৪ কোটি টাকা

জলবায়ু অর্থায়নে বরাদ্দ ৩০,৫৩১ কোটি টাকা [মোট জাতীয় বাজেটের ৪.৫%, জিডিপি'র ০.৬৯%]

জলবায়ু সম্পৃক্ত উন্নয়ন বাজেট ১৭,২৩৪ কোটি টাকা

[মোট জাতীয় বাজেটের ২.৫%, উন্নয়ন বাজেটের ৮%, জিডিপি'র ০.৩৮%]

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রতি বছর অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ১.০০-২.০০ শতাংশ
[০১ % প্রবৃদ্ধির জন্য ৫% বিনিয়োগ প্রয়োজন]

গত ৫ বছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বিশ্লেষণ

অর্থবছর	মোট জাতীয় বাজেট [কোটি]	জলবায়ু বাজেট [কোটি]	জিডিপি'র %
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৭৩	১৮৯৪৮.৭৬	০.৭৫%
২০১৯-২০	৫২৩১৯০	২৩৫৩৮.৩২	০.৮২%
২০২০-২১	৫৬৮০০০	২৪০৭৫.৬৯	০.৭৬%
২০২১-২২	৬০৩৬৮১	২৫১২৪.৯৮	০.৭৩%
২০২২-২৩	৬৭৮০৬৪	৩০৫৩১.৯৯	০.৬৯%

বিভিন্ন বছরের জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদনসমূহ

টেকসই অর্থনীতি এবং জলবায়ু অর্থায়নের প্রেক্ষাপট

টেকসই অর্থনৈতিক উত্তরনে বাংলাদেশের পরিবেশগত ও ঝুকিঁ সহনশীলতা অর্জন জরুরী

- ২.৫ কোটি জনগোষ্ঠী [প্রায় ১৫%] উপকূলের অধিক ঝুঁকিপুর্ণ এলাকায় বাস করে।
- জোয়ার-ভাটা, জলোচ্ছাস ও নদী ভাঙ্গনের কারনে প্রতি বছর প্রায় ১০০০০ একর ভুমি বিলীন ও বাস্তুচুত্যি।
- প্রতি বছর খাদ্য ঘাটতী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে এর তীব্রতা বৃদ্ধি।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সময় জনগনের সম্পদ রক্ষায় রাষ্ট্রের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় রাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি

সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনাসমুহ জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে

কৌশলগত পরিকল্পনা	পরিকল্পনার লক্ষ্য	বার্ষিক অর্থায়নের পরিকল্পনা	মন্তব্য
বিসিসিএসএপি ২০০৯	অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন	প্রতি বছর প্রায় ৮,৬০০ কোটি টাকা	পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হচ্ছে
ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০	ভুমি ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অভিযোজন সক্ষমতা ও জলবায়ু সহনশীল ব-দ্বীপ গড়ে তোলা	২০৩০ সাল পর্যন্ত ২৯৭৮০০ কোটি টাকা। প্রতি বছর প্রায় ৩৩,০০০ কোটি টাকা	২০৩০ সাল পর্যন্ত ৬০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে
এনডিসি ২০২১	২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীন এবং শর্তসাপেক্ষে কমপক্ষে ২১% কার্বন নির্গমন হ্রাস	প্রতি বছর কমপক্ষে ৩০,৭০০ কোটি টাকা	শর্তহীন প্রতিশ্রুতি অর্জনে উক্ত পরিমান অর্থ সরকারের নিজস্ব সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে
জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ২০৫০	অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন	প্রতি বছর প্রায় ২৫,৮০০ কোটি টাকা	পরিকল্পনাটি খসড়া প্রনয়ন করা হয়েছে, শিঘ্রই চুড়ান্ত করা হবে
প্রতি বছর মোট অর্থায়ন পরকিল্পনা		৯৮,১০০ কোটি টাকা	জিডিপি'র ২.২%
বর্তমান বরাদ্দ [আবর্তক ও উন্নয়ন ব্যয় সহ]		৩০৫০০ কোটি টাকা [৩১%]	জিডিপি'র ০.৬৯%
বর্তমান বরাদ্দ [শুধুমাত্র উন্নয়ন বরাদ্দ বিবেচনায়]		১৭২৩৪ কোটি টাকা [১৭%]	জিডিপি'র ০.৩৮%

সুতরাং সরকারের কৌশলগত পরিকল্পনাসমুহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে

টেকসই অর্থনীতি অর্জনে বর্জুয়া গোষ্ঠীই কি সরকারের অগ্রাধিকার খাত???

বুক দিয়ে বাঁধ বাচানোর চেষ্টা আর কতদিন ???

- বাঁধ নির্মানে প্রতি বছর কমপক্ষে ১২০০০-১৫০০০ কোটি টাকা পৃথক বরাদ্দ দিতে হবে।
- আমরা বাঁধ নির্মানে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর জন্য জেলাভিত্তিক বরাদ্দ চাই।
- বাঁধ নির্মানে কোন দাতা নির্ভরতা নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি বিশেষায়িত তহবিল [Public Embankment Bond] উন্নয়ন করা যেতে পারে।

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে উপকূল সুরক্ষা সরকারের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিৎ

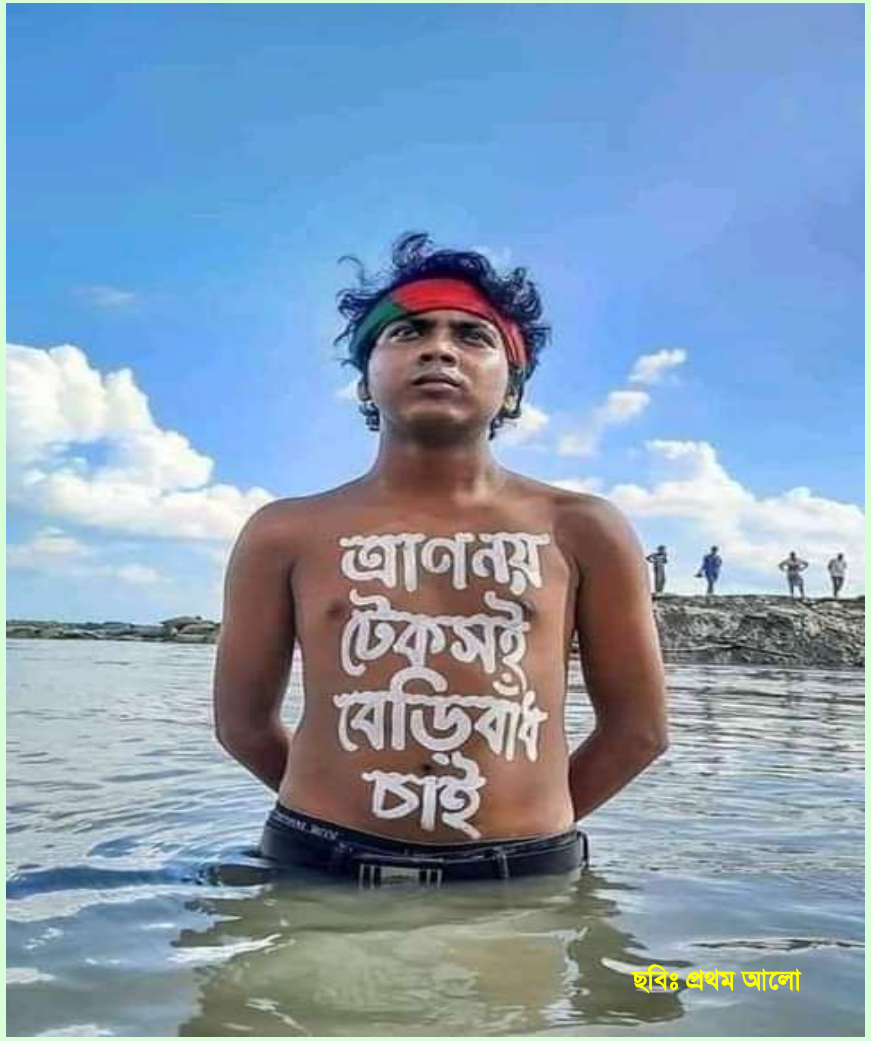

টেকসই অর্থনীতি অর্জনে বর্জুয়া গোষ্ঠীই কি সরকারের অগ্রাধিকার খাত???

কৃষি খাতেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ দরকার

- কৃষি খাতকে অন্য মন্ত্রণালয়সমুহ [পরিবেশ, ভূমি, পানি মৎস ও প্রাণি সম্পদ] থেকে আলাদা করা উচিৎ।

- স্বল্প প্রবৃদ্ধি [২.২%] এবং ক্রমহ্রাসমান

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ [জিডিপি'র ৩.৮%]
  আবর্তক ব্যয় ১৯৮৮১ কোটি টাকা
  উন্নয়ন ব্যয় ৪৩৩৯ কোটি টাকা = ২৪২২০ কোটি

- জলবায়ু পরিবর্তন মোবালোয় গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে কোন বরাদ্দের ঘোষনা নাই।

সুতরাং খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জন করতে হলে প্রবৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

দক্ষ মানবসম্পদ টেকসই অর্থনীতির প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় শর্ত

বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৭ শতাংশই বেকার

- সরকারকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং তা বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহন
- ৮ম-দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা
- বৈশ্বিক চাহিদা মাথায় রেখে সাধারন শিক্ষার পরিবর্তে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন ও অর্থায়ন নিশ্চিত করা।
- নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।
- জাতীয় বাজেট ডজডিপি'র নূন্যতম ৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে

ছবিঃ কোস্ট

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ